বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২৪

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

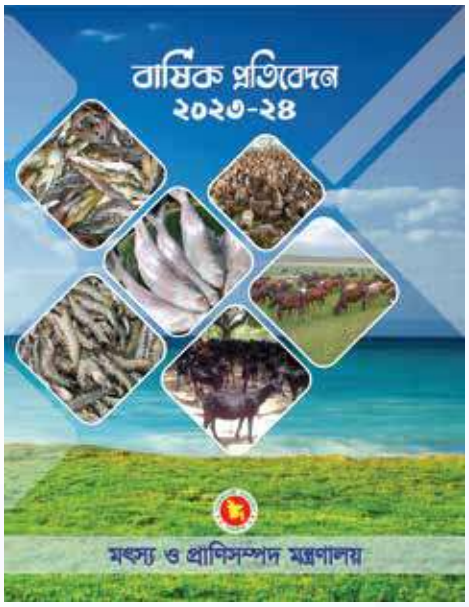

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৪

প্রচ্ছদ ভাবনা
ডা. সঞ্জীব সূত্রধর
(উপসচিব)
উপপরিচালক
ডা. মো. এনামুল কবীর
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মুদ্রণে
তিশা এন্টারপ্রাইজ
৩২ নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
মোবা: ০১৮১৯-২৯৯৪৩০

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
www.flid.gov.bd

মিজ্ ফরিদা আখতার
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সহজলভ্য ও নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সুস্থ, উদ্যমী ও মেধাবী নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখাতের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল দপ্তর-সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর-সংস্থার জনবান্ধব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে; যা অত্যন্ত কার্যকরী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

মৎস্য খাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লাখ মে. টন। শুধু মৎস্যসম্পদ উৎপাদনই নয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও মৎস্য খাত অবদান রাখছে। বর্তমানে মৎস্য সেক্টরে ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ১ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। শুধু তাই নয়, দেশের জিডিপিতেও মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ২০২২-'২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৫৩%, কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২২.২৬% এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ২.৮১%। তাছাড়া ২০২২-'২৩ অর্থবছরে চলতি বাজারমূল্যে মৎস্য খাতে জিডিপির আকার ১০,৭৬,৬৭২ কোটি টাকা (তথ্যসূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর)। অন্যদিকে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫ দশমিক ৭১ লাখ টন; যা একক প্রজাতি হিসেবে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২%। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। জিডিপিতে ইলিশের অবদান শতকরা ১% এর বেশি। বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটিয়ে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পৃথিবীর ৫২টি'র অধিক দেশে রপ্তানি করছে। মৎস্য খাত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও নানা রেকর্ড অর্জন করেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার-২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ চীনকে টপকে বিশ্বে ২য় অবস্থানে উঠে এসেছে। তাছাড়া দেশের অর্জিত ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকায় সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অন্যদিকে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান সৃজন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। বিশেষ করে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৯২.২৫ লাখ মে. টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৪৩.৭৭ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ২৩৭৪.৯৭ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৫.০৯ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৩৩% (বিবিএস, ২০২৩-'২৪)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া রমজান মাস উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ২০টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রর মাধ্যমে প্রতি লিটার দুধ ৮০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬০০ টাকা, খাসির মাংস ৯০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার ২৫০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৮.৩৩ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। এতে মোট ৫,৯১,৯৭১ জন ভোক্তা সাকুল্যে ২২.৩৩ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। এবার ঈদুল-আজহা/২০২৪ উদ্‌যাপনে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেশে কোরবানি যোগ্য গবাদিপশু প্রস্তুত ছিল ১.২৯ কোটি এবং কোরবানি হয়েছে ১.০৪ কোটি। ২০২৪ সালে কোরবানির পশুর বাজারে ৬৯১৪১.১২ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে; যার সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-'২৪) প্রকাশিত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, খামারি-চাষিসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হবেন। প্রতিবেদনটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(মিজ্ ফরিদা আখতার)

সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনীতি হচ্ছে কৃষি নির্ভর। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার নিমিত্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী। যেকোন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ-সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতিসত্তা গঠন। সুস্থ-সবল ও মেধা সম্পন্ন জাতিসত্তা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ। নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন সরবরাহে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রশংসনীয়। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লক্ষ মে. টন এবং মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮০ গ্রাম। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৫৩% এবং কৃষিজ জিডিপিতে অবদান ২২.২৬%। মৎস্য খাতে বিশ্বে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ ১ম এবং দেশের জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১% এর বেশি; যা মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২%। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ রোল মডেল এবং পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ ২য় (SOFIA ২০২৪), তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া আহরণে ৮ম অবস্থানে রয়েছে। দেশের ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ২ কোটি অর্থাৎ ১২ শতাংশ লোক মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ২০২২-'২৩ অর্থ বছরে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে মোট ২.৭১ লক্ষ মে. টন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মৎস্য সেক্টর। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মোট রপ্তানি হয় ৭৭৪০৭.৯৪ মে. টন; যার বাজার মূল্য ৪৪৯৬ কোটি টাকা।

প্রাণিজ প্রোটিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক-হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া এবং কবুতরসহ নানাজাতীয় পাখি, দুধ, ডিম, পনির, ছানা ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন দ্রব্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিকাশমান কম্পিউটার যুগেও আমিষের অবদানকে অস্বীকার করার সাধ্য কারোর নেই। মেধা বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। এ অবদানের অন্যতম অংশীদার হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থির মূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% এবং চলতিমূল্যে জিডিপির আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতার এ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি, এ প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর)

প্রকাশকের কথা

প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৮ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা হয়ে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে মৎস্য ও পশুপালন বিভাগ নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিভাগে পরিণত হয়। পৃথক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৮৬ সালে পুনরায় মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে পুনর্গঠিত হয়। পাশাপাশি ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য সংস্থা (বর্তমান 'কৃষি তথ্য সার্ভিস') দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রাজস্বখাতে ৮৭টি ও উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২৩টিসহ মোট ১১০টি পদ নিয়ে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর' সৃষ্টি হয়। এ দপ্তর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে উদ্ভাবিত নব নব প্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণকে বিশেষ করে খামারিদের উদ্বুদ্ধকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা, ফোল্ডার-লিফলেট, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশ করে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণার্থে তাঁদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। তাছাড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন টিভি-টেলপ, টিভিফিলার, প্রামাণ্য চিত্র ও ডকু-ড্রামা নির্মাণপূর্বক সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচার এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করছে।

মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার ইউনিট হিসাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি, অর্জন, সাফল্য ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক উদ্ভাবিত নব-নব প্রযুক্তি ও কলাকৌশল এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত খামারি, চাষিসহ প্রান্তিক সকল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪' সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা, গবেষক, নীতি-নির্ধারকদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক উদ্যোগ, সাফল্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

তাছাড়া, এ প্রতিবেদন প্রকাশে যে সমস্ত দপ্তর ও সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও গুরুত্বপূর্ণ সময় সহযোগিতা করেছেন তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্য দপ্তরের যে সকল সহকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সার্বিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের কাছেও ঋণ স্বীকার করছি। সর্বোপরি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর এবং অতিরিক্ত সচিব জনাব আমেনা বেগমসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সময়ে সময়ে পরামর্শ দিয়ে এ প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ডা. সঞ্জীব সূত্রধর
(উপসচিব)
উপপরিচালক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-১৬
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	১৭-৩৬
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৭-৫০
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫১-৬৫
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৭-৮৪
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৮৫-১০২
০৭.	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	১০৩-১০৮
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১০৯-১১৬
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১১৭-১২৯

‘সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ’

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
www.bvc.gov.bd

১. ভূমিকা

ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মাননিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ (Statutory Body) প্রতিষ্ঠান। দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পেশাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিগত ১০ জুলাই,২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ জারি করা হয়। গুণগত মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে ইহাকে প্রয়োগ করা ও প্রাণিচিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। অত্র প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরি সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশাগত কাজে কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন যা নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

২. রূপকল্প (Vision)

মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মাননিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেশাজীবীদের সক্ষমতাকে সময়োপযোগী রাখা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objectives)

- ❖ পেশাজীবীদের দক্ষতার মান বজায় রাখা;
- ❖ গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- ❖ নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করা;
- ❖ ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;
- ❖ পেশাগত শৃঙ্খলা রক্ষা করা;
- ❖ ইথিক্যাল মানদন্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ- সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন ইত্যাদি;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ, কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান, বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পেশা বহির্ভূত বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম

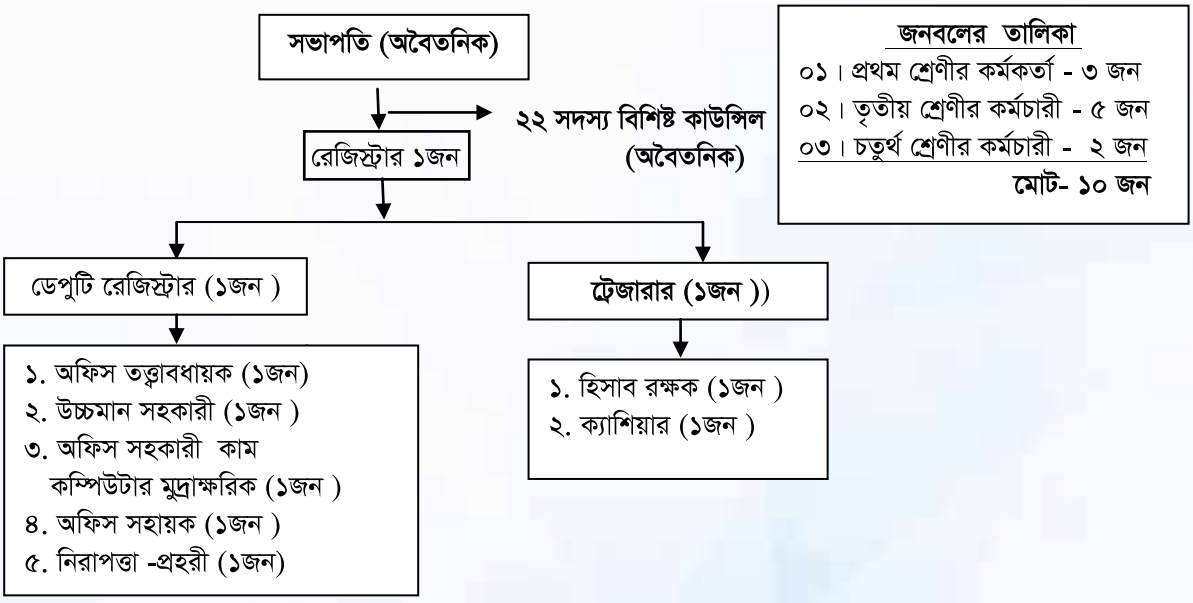

৭. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক সচিত্র নাতিদীর্ঘ বর্ণনা-

ক. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভি পি আর) প্রদান

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে নামের আগে 'ডা:' উপাধি ব্যবহার বা কোন প্রকার পেশাগত কাজ করা বা ভেটেরিনারি বিষয়ক সার্টিফিকেট প্রদান করা বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করা দন্ডনীয় অপরাধ। তাই, ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৬৭৪ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

খ. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পিআইসি) প্রদান

তৃণমূল পর্যায়ের খামারিরা যাতে প্রতারিত না হন এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের নিকট থেকে মানসম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৭৩৪ জন পেশাজীবীকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে। ফলে সুফলভোগীরা প্রকৃত পেশাজীবীর নিকট থেকে ভেটেরিনারি সেবা পাচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে পারছেন।

গ. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভিইআই) পরিদর্শন

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খামার ও টিচিং, ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কি মানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে।

অত্র দপ্তর বিগত অর্থবছরে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ২০১৫ সাল থেকে বিভিসি স্ট্যান্ডার্ড ফর ভেটেরিনারি এডুকেশন নামক মানদণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উক্ত স্ট্যান্ডার্ডে মোট ১২টি মানদণ্ড রয়েছে। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট উপরে বর্ণিত এবং স্ট্যান্ডার্ডে উল্লিখিত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (এসইআর) আহ্বান করে। পরবর্তিতে প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পূরণকৃত এসইআর পাওয়ার পর ৫ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন পরিদর্শক দল সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান মূল্যায়ন করে।

চিত্র: ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

ঘ. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পিসি) পরিদর্শন

ভেটেরিনারিয়ানগণ প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছেন ও ইথিক্যাল মানদন্ড মেনে চলছেন কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অত্র দপ্তর গত অর্থবছরে ২৪টি

প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে। অত্র দপ্তর ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ঢাকায় ১৯টি, খুলনায় ২টি, রাজশাহীতে ১টি, নারায়নগঞ্জে ১টি ও মুন্সিগঞ্জে ১টিসহ সর্বমোট ২৪টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে।

চিত্র: ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন

ঙ. কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

১) ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মানোন্নয়নে ৪৩৭ জন পেশাজীবী প্রশিক্ষণে এবং ৬১৫ জন পেশাজীবী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

২) দাপ্তরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

চ. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ

রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে । ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া, ফলে নতুন ডাক্তাররা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে ডাক্তাররা তাদের যে কোন তথ্য ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারি এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের কাঙ্খিত ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছেন। বর্তমানে বর্ণিত ডাটাবেজটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ছ. নারী শিক্ষার প্রসার

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিল না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করাতে বর্তমানে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

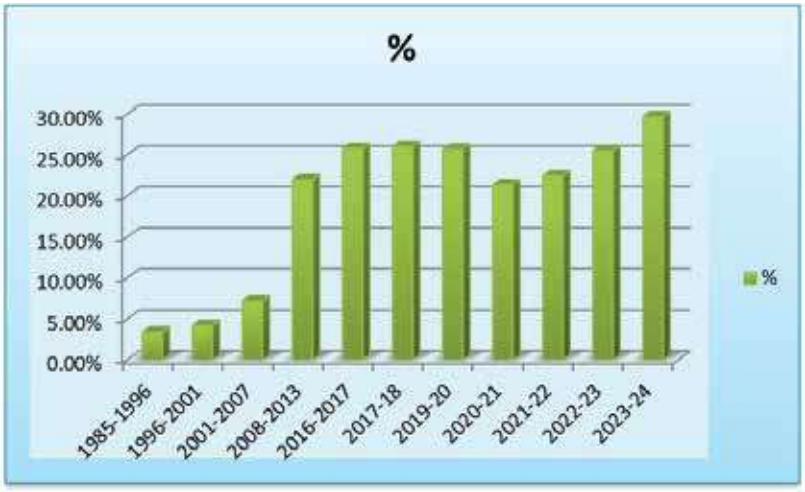

কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পুরুষ ভেটেরিনারিয়ানদের বিপরীতে নারী ভেটেরিনারিয়ানদের হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ৪.২% এবং ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২%। জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ২৫.৭৭%, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ২৬.০৪%, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫.৭০%, ২০২০-২১ অর্থবছরে ২১.৩৭%, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২২.৪৯%, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫.৫৩%, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৯.৬৭% । ভেটেরিনারিতে নারী শিক্ষার হার আরও বৃদ্ধির জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭টি প্রতিষ্ঠানে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ সভা

জ. নারীর ক্ষমতায়ন

নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তারা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, টিকাদান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম্য মহিলারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদাপূরণ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী হচ্ছে।

চিত্র: প্রাণী চিকিৎসা পেশায় নারী

চিত্র: স্বাবলম্বী নারী

ঝ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ এর ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ ধারা মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তফসিলভূক্ত হওয়ায় অনৈতিক ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস রোধে ১২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং কোয়াকদের জেল জরিমানা করা হয়।

ঞ. নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ প্রদান

রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের প্রদানকৃত সনদপত্র যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. হতে মুদ্রণকৃত অধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

Bangladesh Veterinary Council

Certificate of Registration as a Veterinary Practitioner

চিত্র: নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৯ম বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের জন্য স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিল বিগত বছরগুলির মত শতভাগ কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট থাকবে।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG এর Goal এবং Target ম্যাপিং করা হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমুহকে বিবেচনায় নিয়ে Action plan প্রণয়ন করা হয়। Action plan অনুযায়ী বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৫টি ক্ষেত্রের উপর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে (ক) প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন এবং আইডি কার্ড প্রদান; (খ) ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং স্বীকৃতি; (গ) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং অব্যাহত শিক্ষা (সিইউ); (ঘ) ভেটেরিনারি অনুশীলন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং স্বীকৃতি; (ঙ) ভেটেরিনারি শিক্ষা এবং পেশায় নারী শিক্ষার্থীদের সচেতনতা তৈরি করা। উক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৪৪০, ৩, ৪৮০, ১৬ ও ৪ যা ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৭৪, ১২, ১০৫২, ২৪ ও ১০ হয়েছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল(বিভিসি)	৪৩	২০	২৩	-	-	

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

ভেটেরিনারিয়ানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং পেশা সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা মোতাবেক প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১৩. ইনোভেশন/সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম

২০২৩-'২৪ অর্থবছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কিছু কাজ সহজ করা হয়েছে; যেমন: প্রাণি চিকিৎসকদের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে Online এ সেবামূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন।

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে d-nothi এর মাধ্যমে ৮৮৮ টি পত্র জারি করা হয়েছে এবং মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে সেবা প্রদানের নিমিত্তে ০৫টি সেবার ভেলিডেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে বর্ণিত সেবাসমূহ অনলাইনে প্রদান করা সম্ভব হবে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করা হয়েছে।

১৬. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া জিআরএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৭. উপসংহার

ভেটেরিনারি পেশা, পেশাজীবী ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাউন্সিল বর্তমান সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আশা করছি সরকারের অব্যাহত সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে ভেটেরিনারি সেবা, পেশা ও শিক্ষার মান আরও উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।